c‡qvRb bxwZgvjvi ev¯—evqb

রিপোর্ট : **আহমেদ আল আমীন**

সবকিছুই আগের মতো। স্টল সারি সারি। বই রাশি রাশি। প্রকাশকরা আসছেন। অনিয়মিত ভাবে লেখকদেরও মেলায় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু নেই একজন। যার পদচারণা নিয়মিতই পড়তো অমর একুশে বইমেলায়। বিকাল থেকে রাত পর্যন্ত বসে ভক্তদের অটোগ্রাফসহ বই তুলে দিতেন। মৃদু হেসে জানতে চাইতেন নামের অর্থ। সেই বাংলা সাহিত্যের অন্যতম লেখক হুমায়ুন আজাদের শূন্যতা সারা মেলা জুড়ে। গত বছর বইমেলা থেকে বাড়ি ফেরার পথে ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি সন্ত্রাসীদের দ্বারা আহত হন। পরে তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়। কিন্তু বাংলা একাডেমী প্রথিতযশা এ লেখকের সম্মানার্থে বাংলা একাডেমী বইমেলায় কিছুই করেনি। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানেও এক মিনিট নীরবতা পালনের মতো সময় বের করতে পারেনি একাডেমী। আগামী প্রকাশনী সাধ্যমতো তুলে ধরেছে হুমায়ুন আজাদকে। বিশাল প্রতিকৃতি চেষ্টা করছে তার শূন্যতা দূর করার।

একুশে গ্রন্থমেলার একাংশ

একুশে বইমেলা এখনও জমে ওঠেনি। প্রতিদিন আসছে নতুন বই। গতানুগতিক ভাবেই চলছে মেলা।

অগোছালো ভাবেই শেষ হয়েছে অমর একুশে বই মেলার প্রথম সপ্তাহ। মেলার তৃতীয় দিন পর্যন্ত অনেক স্টল শূন্য ও অসম্পূর্ণ দেখা গেছে। স্টল বরাদ্দে নিয়ম ভঙ্গ করে অনেক নামমাত্র প্রকাশনা সংস্থাকেই স্টল বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। আদতে এগুলো কোনো প্রকাশনা সংস্থা কি না তা নিয়ে সংশয় আছে। জাসাস, জিসাজ, যুব প্রকাশনা, কমলসহ এসব জাতীয়তাবাদী প্রকাশনাগুলোর নিজস্ব কোনো বই প্রকাশিত হয়নি। মেলার নীতিমালায় স্পষ্ট করে লেখা আছে, 'গ্রন্থমেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কেবল তাদের নিজেদের প্রকাশিত ও পরিবেশিত বই বিক্রি করবেন।' অথচ এ নিয়ম ভাঙ্গার প্রতিযোগিতা চলছে।

'কমলের' স্টলে গিয়ে পাওয়া গেছে বাংলা একাডেমীর বই। বাংলা একাডেমী তার প্রদত্ত নীতিমালায় দৃঢ় থাকলে এত সংস্থা স্টল পেতো না। ফলে দেখা যাচ্ছে ছোট প্রাঙ্গণে প্রচুর স্টল। আর গুটিকয়েক প্রকাশনার বই ছড়িয়ে আছে মেলা জুড়ে।

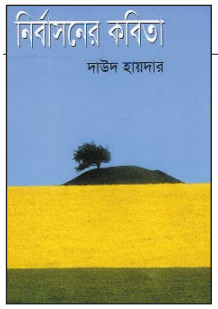

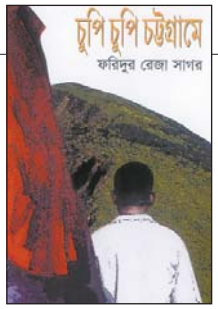

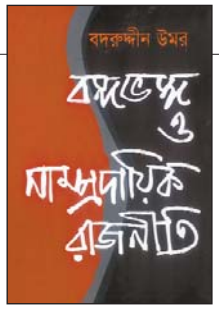

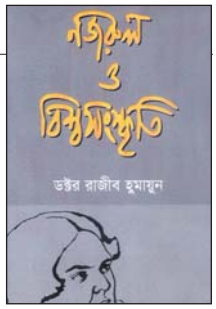

নীতিমালা বাস্তবায়ন নিয়ে বিতর্ক

মেলার নীতিমালা নিয়ে শুরু হয়েছে নানামুখী তৎপরতা। গত ৫ ফেব্রুয়ারি সৃজনশীল প্রকাশকদের একটি দল গুটিকয়েক প্রকাশক, লেখক, পাইরেসি বইয়ের প্রকাশকের বিরুদ্ধে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ করেছে বাংলা একাডেমীর কাছে। অভিযোগপত্রে বলা হয় নীতিমালা অনুযায়ী নিজস্ব প্রকাশনীর বই ছাড়া অন্যান্য প্রকাশনীর বই ও পাইরেসি বই বিক্রি নিষিদ্ধ। অথচ অভিযুক্ত প্রকাশকরা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে নীতিমালা লঙ্ঘন করে নিজেদের বই অন্যান্য স্টলে বিক্রি করার পাঁয়তারা করছে। নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগকারীদের মধ্যে রয়েছে মাওলা, সময়, অনন্যা, দিব্য প্রকাশ, আগামী, শ্রাবণ, জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, সাহিত্য প্রকাশ, ঐতিহ্য, মুক্তধারা ইউপিএল ও কাকলী। অন্যদিকে অন্যপ্রকাশসহ কিছু প্রকাশক ও লেখক জানান, একটি প্রকাশনার বই অন্যান্য স্টলেও বিক্রি করতে দিতে হবে। বইয়ের বিক্রি বাড়ানোর জন্যই তা জরুরি। কিন্তু নীতিমালা প্রণয়নের পর এ ধরনের মন্তব্য নীতিমালা পরিপন্থী।

হুমায়ূন আহমেদের বই সর্বস্ব প্রকাশনা অন্য প্রকাশসহ আরো কিছু প্রতিষ্ঠান নীতিমালা মানতে চাইছে না। সুষ্ঠুভাবে মেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে যা

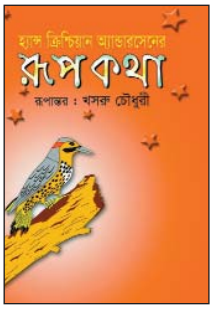

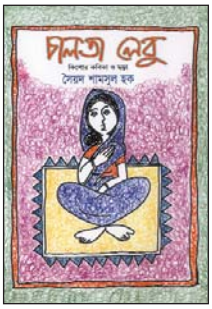

প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করছে। বৃহত্তর স্বার্থে বাংলা একাডেমীর নীতিমালা বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

সৃজনশীল প্রকাশকদের কাছ থেকে নীতিমালা ভঙ্গের অভিযোগ পাওয়ার পর গত ৫ ফেব্রুয়ারি নীতিমালা বাস্তবায়ন কমিটির সদস্যরা কমিটির সভাপতি মঈনুল হাসানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে নীতিমালা বাস্তবায়নের ওপর জোর দেয়া হয়। 'অতি জরুরি' নির্দেশিত পত্র প্রকাশকদের দেয়া হয়, যেখানে লেখা আছে নীতিমালা অমান্য করলে কর্তৃপক্ষ বিনা ওজরে প্রতিষ্ঠানের বরাদ্দপত্র বাতিল করতে পারবে।

মেলা প্রসঙ্গে বাংলা একাডেমীর পরিচালক মনসুর মুসা ২০০০কে বলেন, 'পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির যৌথ উদ্যোগে মেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। নীতিমালা প্রণয়নের সময় তারাই বলেছে এক প্রকাশনার বই অন্য প্রকাশনার স্টলে বিক্রি করতে পারবে না। এখন প্রকাশকদের মধ্যে একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখা যাচ্ছে। তবে আমরা নীতিমালা বাস্তবায়নের পক্ষে। আমরা স্টলগুলোতে নজর রাখছি। নীতিমালা লঙ্ঘিত হলেই আমরা ব্যবস্থা নেব।' মেলা উদযাপন

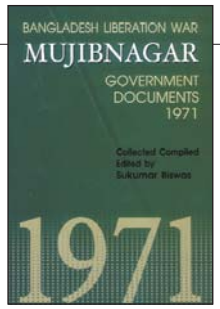

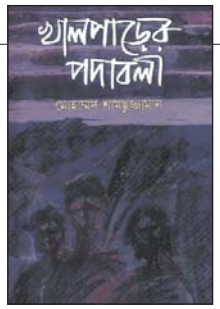

ভাষাপ্রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত

গত ৪ ফেব্রুয়ারি ভাষাসৈনিক অলি আহাদ ২০০৪ সালে প্রাপ্ত মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা পুরস্কারের ১ লাখ টাকা একাডেমীতে ভাষা আন্দোলনের গবেষণার জন্য দান করেছেন। এ ব্যাপারে বাংলা একাডেমীর পরিচালক মনসুর মুসা ২০০০কে বলেন, বাংলা একাডেমী গবেষণার ক্ষেত্রে এ ধরনের সাহায্য পেলে যথেষ্টই স্বাবলম্বী হবে। গবেষণা কাজ প্রসারে এ ধরনের সহযোগিতা খুবই প্রয়োজনীয়। অলি আহাদের জন্য আমরা গর্বিত। তিনি বাংলা ভাষাপ্রীতির আরেকটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

পরিষদের সদস্য সচিব নূরুল হুদা ২০০০কে বলেন, 'কয়েকটি বড় প্রকাশনা সংস্থা বই বিক্রেতাদের তাঁবেদার করে রেখেছেন। যার ফলে নীতিমালার বাস্তবায়ন ঘটছে না।'

লেখক ও প্রকাশকদের মেলা ভাবনা

অমর একুশে বই মেলায় দেশ বরেণ্য কবি শামসুর রাহমানে দুইটি বই প্রকাশ হচ্ছে। তিনি মেলায় আসবেন না বলে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, একটি মহল পরিকল্পিত ভাবে মেলার চেতনাকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছে। মেলার পরিবেশ নষ্ট করেছে। শারীরিক ও মানসিক কারণে মেলায় যেতে ইচ্ছে করে না।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর চারটি বই মেলায় আসছে। অন্য প্রকাশ থেকে মেলায় আসছে তার উপন্যাস 'কনার অনিশ্চিত যাত্রা'। উপন্যাসটি সাপ্তাহিক ২০০০-এর ঈদুল ফিতর সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০০কে বলেন, একুশে বই মেলা মানুষকে গ্রন্থমনা করে তোলে। যা সুন্দর সমাজ গঠনের জন্য অতি প্রয়োজন। মেলাকে সত্যিকার প্রকাশকদের মেলায় পরিণত করতে হবে। বই বিক্রি সর্বস্য মেলাতে পরিণত করলে চলবে না। মেলাটি বড় ঘিঞ্জি হয়ে যাচ্ছে। মেলার জন্য আরো জায়গা প্রয়োজন। বাংলা একাডেমীর পাশে আনবিক কমিশন সাভারে চলে যাচ্ছে। এজায়গাটি প্রকৃত মালিক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এজায়গায় কিছু অংশ একাডেমীর মেলার জন্য দেয়া যেতে পারে। তিনি বলেন, মেলার নিয়ম কানুন যথার্থ ভাবে প্রয়োগ করতে হবে।

ইমদাদুল হক মিলন ২০০০কে বলেন, মেলায় আমার ৭টি বই আসছে। এ পর্যন্ত মেলার আয়োজন চমৎকার। নিরাপত্তা ব্যবস্থাও আশাব্যঞ্জক। তবে আমি স্ব স্ব প্রকাশনীর স্ব স্ব বই বিক্রি সংক্রান্ত নীতিমালার বিপক্ষে। কেননা এতে বই বিক্রি কমে যাবে। বাংলা একাডেমী বার বার বই বিক্রি বাড়ানোর উপর জোর দিচ্ছে। কিন্তু নীতিমালায় শর্তটি থাকলে তো তা সম্ভব নয়। বরং এতে সাধারণ পাঠকরা হয়রানির সম্মুখীন হবে। তাছাড়া এ মেলা শুধু প্রকাশকদের মেলা নয়, বই বিক্রেতাদেরও স্টল দেয়া হয়েছে। প্রকাশনীর বই ছড়িয়ে পড়া উচিত মেলা জুড়ে।

লেখক আনিসুল হকের বেশ কয়টি উপন্যাস এসেছে সময়, পার্ল আর অনন্যা থেকে। তিনি ২০০০কে বলেন, 'আশা করি দেশের এ পরিস্থিতি ও টানা হরতালেও মেলা ভালোই

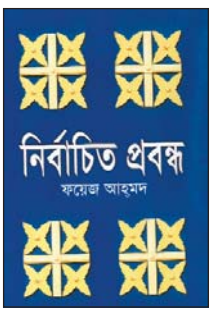

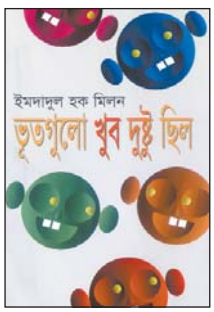

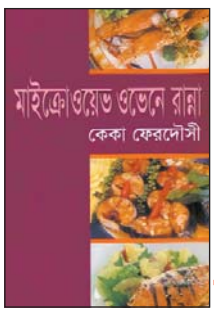

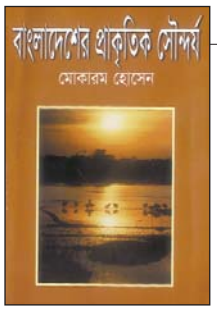

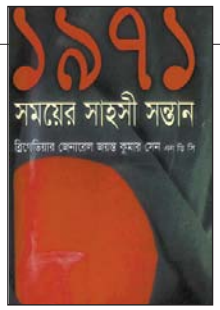

চলবে। এখন আমরা শোকের ও ক্ষোভের মধ্যে আছি। একুশে বইমেলার মাধ্যমে আমরা বাংলা ও বাঙালিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। দেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বইমেলা প্রাঙ্গণে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা রাখা উচিত। বাংলাকে টিকিয়ে রাখার জন্যই এ ব্যবস্থা প্রয়োজন। প্রখ্যাত লেখক হুমায়ুন আজাদ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এবারের মেলায় হুমায়ুন আজাদকে দারুণভাবে মিস করছি। মেলাজুড়ে একটা শূন্যতা ভেসে বেড়াচ্ছে। তবে আমাদেরকে প্রতিবাদ জানাতে হবে। প্রতিবাদের অংশ হিসেবে মেলায় আসতে হবে। বই পড়তে হবে। আর একুশে বইমেলাকে ছড়িয়ে দিতে হবে সারা দেশে। এজন্য জেলার স্থানীয় বই বিক্রেতাদের এগিয়ে আসতে হবে।

লেখক ও কার্টুনিস্ট আহসান হাবীব ছিলেন উন্মাদ স্টলে। তিনি ২০০০কে বলেন, বাংলা ভাষাপ্রেমীদের মিলন মেলায় নিরাপত্তার অনেক প্রয়োজন। তবে নীতিমালা না মানতেই যেহেতু আমরা অভ্যস্ত তাই অনিয়ম দেখলেই তা সহজেই সহ্য হয়ে যায়। চারদিকে এতো অনিয়ম ঘটছে তা যেমন স্বাভাবিক তেমনি বইমেলায় ঘটে থাকলেও তা স্বাভাবিক।

মাওলা ব্রাদার্সের সত্বাধিকারী আহমেদ মাহমুদুল হক ২০০০কে বলেন, স্টল বরাদ্দ নিয়ে প্রতি বছরই সমস্যা হয়। তাছাড়া এবার প্রচুর স্টল বরাদ্দ নেয়া হয়েছে। এ সমস্যার উপযুক্ত সমাধান করতে ব্যর্থ বাংলা একাডেমী। ছোট প্রাঙ্গণে প্রচুর স্টল। তাই ঘেঁষাঘেঁষি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তারপরও ভালো লাগে কারণ এগুলো বইয়ের স্টল। চারদিকে শুধু বই আর বই। যেহেতু এতো স্টল, দর্শকও বেশি, আমি চাই মেলায় কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটুক।

অনুপম প্রকাশনীর মিলন কান্তি নাথ ২০০০কে বলেন, 'এবারের মেলায় প্রায় ৩৬টি বই আসছে। হরতাল ও দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতেও আমার প্রত্যাশা অনেক বেশি। কেননা পাঠকরা একুশে বইমেলার জন্যই

অপেক্ষা করে সারা বছর। বাংলা একাডেমী বইমেলার জন্য যে নীতিমালা প্রণয়ন করে তা মানা হয় না। তাই আমার মতে এ ধরনের নীতিমালাই প্রণয়ন করা উচিত নয়। মেলা শুরু হওয়ার দু'দিন পরও স্টল তৈরি করা হচ্ছে। তাছাড়া বহু প্রকাশনীকে স্টল দেখা হয়েছে যাদের একটি বইও নেই। এতো অনিয়ম থাকলে মেলার পরিবেশ সুস্থ থাকতে পারে না।'

মেলায় নতুন বই

মাওলা ব্রাদার্স থেকে এসেছে দাউদ হায়দারের নির্বাসনের কবিতা, খালিকুজ্জামান ইলিয়াস অনূদিত গ্যাব্রিয়ল গার্সিয়া মার্কেসের

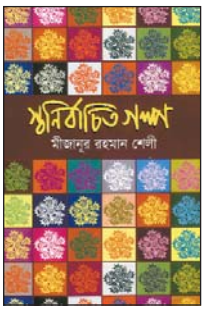

পেয়ারার সুবাস, মুনতাসীর মামুনের এই বাংলাদেশ/ ঢাকার স্মৃতি ৪ মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানীর বাংলাদেশের দুঃখের বিচার। সুকুমার বিশ্বাস সম্পাদিত Bangladesh Liberation War Mujibnagar Goverment Docoments 1971.

বিদ্যা থেকে শওকত আলীর বসত উপন্যাসটি এসেছে।

অনন্যা থেকে এসেছে আহমদ শরীফের বাংলার মনীষা, শামসুর রাহমানের কবিতাসমগ্র-১, মুনতাসীর মামুনের ঢাকাসমগ্র-৩, ফয়েজ আহমেদের নির্বাচিত প্রবন্ধ, হুমায়ূন আহমেদের সেদিন চৈত্রমাস ও তিন পুরুষ, আনিসুল হকের ভুলগুলো ভালোবাসাগুলো, রাবেয়া খাতুনের দশটি উপন্যাস, ফরিদুর রেজা সাগরের চুপি চুপি চট্টগ্রাম ও ঢাক বাজলো ঢাকায়, শাহরিয়ার কবিরের বাংলাদেশ আমরা এবং ওরা, মোহাম্মদ হোসেনের পরবাস, কেকা ফেরদৌসীর মাইক্রোওয়েভ ওভেনে রান্না।

সময় প্রকাশনা থেকে এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী নারীরা, আনিসুল হকের স্বপ্নের মানুষ, হুমায়ূন আহমেদের ছেলেটা, অরুণ চৌধুরীর আপন আলো।

শ্রাবণ থেকে এসেছে বদরুদ্দীন উমরের বঙ্গভঙ্গ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি এবং মার্কসীয় দর্শন, মোহাম্মদ শামছুজ্জামানের খালপাড়ের পদাবলী, রুকুনউদ্দৌলাহর গ্রাম গ্রামান্তরে। এ প্রকাশনী থেকে মেলায় আসবে সাংবাদিক জয়ন্ত আচার্যে আদিবাসী জনপদের পথে প্রান্তরে। শিকড় থেকে এসেছে ইমদাদুল হক মিলনের ভূতগুলো খুব দুষ্ট ছিল, উপনায়ক, ভূতের নাম হাবা গঙ্গারাম, বলো তারে, আনিসুল হকের আজকালকার ভালোবাসার গল্প।

অনুপম প্রকাশনী থেকে এসেছে মুহম্মদ জাফর ইকবালের বিজ্ঞানী অনিক লুম্বা, আবদুল্লাহ্ আল মুতীর বিজ্ঞান ও মানুষ, সৌমেন কুমার সাহার ইলেক্ট্রনিক্সের কথা মজার প্রজেক্ট, ভবেশ রায় ও হাসান হাফিজ সম্পাদিত হাজার বছরের ছড়া কবিতা ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জয়ন্ত কুমার সেনের ১৯৭১ সময়ের সাহসী সন্তান। সূচিপত্র থেকে এসেছে ড. রাজীব হুমায়ুনের নাটকের ক্লাস, মোহাম্মদ আবদুল হাইয়ের সংকলন ও সম্পাদনায় নীতি কবিতাসংগ্রহ, নির্বাচিত প্রবন্ধ, মীজানুর রহমান শেলীর স্বনির্বাচিত গল্প, শামসুদ্দিন পেয়ারার কাব্য কোরআন। পার্ল পাবলিকেশন্স থেকে এসেছে আনিসুল হকের কৌতুকের ছলে বলে যাই, ধ্রুব এষের টান, সুমন্ত আসলামের তোমায় আমি দেখেছিলাম বলে, বাউন্ডুলে-৪, মমিনুল ইসলামের সাদা কাগজ, পরিতোষ বাড়ৈর বিন্দু বিন্দু জল। শুদ্ধস্বর থেকে এসেছে মাহবুব লীলেনের উকুন বাছা দিন, মাংসপুতুল।

স্বরব্যঞ্জন প্রকাশনী থেকে এসেছে মোতালেব শাহ আইয়ুবের বৃষ্টির উৎসব, শাহ্ সোহেলের দ্বিতীয় জনক।

সাহিত্য প্রকাশ থেকে এসেছে সৈয়দ শামসুল হকের চালতা লেবু। জাগৃতি থেকে এসেছে আল মুজাহিদীর যুগান্তরের যাত্রী, তপন কুমার দে'র ব্রিটিশবিরোধী বিপ্লবীদের জীবন কথা, মিজান রহমান সম্পাদিত বাঙালির চিন্তাধারা, খন্দকার মাহমুদুল হাসানের মানুষের উৎপত্তি ও জাতিসমূহের সৃষ্টি, আহসান হাবীবের ইশকুল টাইম, ভ্রমণং শরণং গোচ্ছামি। মৌলি প্রকাশনী থেকে এসেছে, সারওয়ার-উল-ইসলামের কিশোর গল্পসমগ্র, অবসর থেকে এসেছে আবুল হোসেনের আর এক ভুবন, প্রতীক এনেছে স্বরোচিষ সরকারের অস্পৃশ্যতা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ, প্রগতি পাবলিশার্স থেকে এসেছে আহসান হাবীবের আমি উন্মাদ না।

আগামী প্রকাশনী থেকে এসেছে হুমায়ুন আজাদের কাব্যসমগ্র, কিশোরসমগ্র, শিল্পকলার বিমানবিকীকরণ ও অন্যান্য প্রবন্ধ ভাষা আন্দোলন, সাহিত্যিক পটভূমি, আবিদ আনোয়ারের চিত্রকল্প ও বিচিত্র গদ্য, নির্বাচিত কবিতা, মযহারুল ইসলামের অরুণার মহাকাব্য, আবুল হোসেনের রাজকাহিনী, মোহাম্মদ আমীনের ঠাকুরগাঁওয়ের মুক্তিযুদ্ধ, ড. শেখ হাউস মিয়ার মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা যুদ্ধ বাগেরহাট জেলা নূরুল ইসলাম বিএসসির শূন্য থেকে বা, রব্বানী চৌধুরীর টেমসপাড়ের উপাখ্যান, আয়াত আলী পাটওয়ারীর সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, সায়মন রিয়ানের ভাষা, চিন্তা ও প্রক্রিয়া এবং একটি কবিতা মাহমুদ নজিরের মৃত্তিকার কোমল শরীর জুড়ে।

অন্য প্রকাশ থেকে এসেছে, সৈয়দ শামসুল হকের উড়ে যায় মালতি পরী, মহাদেব সাহার ভালোবাসা কেন এতো আলো অন্ধকারময়, সুমন্ত আসলামের একদিন জ্যোৎস্না ভাঙা রাতে নির্মলেন্দু গুণের চির অনাবৃতা হে নগ্নতমা, ঐতিহ্য থেকে এসেছে, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমানের রবীন্দ্র বাক্যে আর্ট, সঙ্গীত ও সাহিত্য মেজর কামরুল হাসান ভুঁইয়ার বিজয়ী হয়ে ফিরব নইলে ফিরবই না।

তবে অব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার মধ্যেও প্রকাশকেরা মনে করছেন ভ্যালেন্টাইন ডে, আর বসন্ত উৎসবকে কেন্দ্র করে মেলা জমে উঠবে। মেলা লেখক, পাঠক, প্রকাশকদের মিলন মেলায় পরিণত হবে।